OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 128
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 1028 - 1039
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 1028 - 1039
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলায় রাজনৈতিক সহিংসতার ইতিহাস : রাজনৈতিক সংস্কৃতি, ক্ষমতার রাজনীতি এবং সামাজিক রূপান্তরের প্রেক্ষিতে একটি বিশ্লেষণ

ড. সেখ জাহাঙ্গীর হোসেন
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
সীতানন্দ কলেজ, নন্দীগ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর
Email ID: hossaindrskjahangir@gmail.com
0009-0006-4757-3852

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Political Violence, West Bengal Politics, Electoral Politics, Naxalite Movement, Political Tolerance, Political mobilization, Political Culture.

Abstract

Political violence has been a recurring feature in the political history of Bengal, appearing in different historical contexts and political transitions. From revolutionary nationalist violence during the colonial period to the communal riots of 1946–47, the Naxalbari uprising of 1967, rural political conflicts during the Left Front regime (1977–2011), and electoral violence in contemporary West Bengal, these developments reflect the competitive and mass-based character of the region's political culture. This paper examines the historical continuity, causes, patterns, and socio-political impact of political violence in Bengal. It aims to analyze how political competition, socio-economic inequalities, ideological divisions, and changes in rural power structures have shaped the persistence of such violence.

The study follows a qualitative historical methodology, combining historical analysis with insights from political sociology. It is primarily based on secondary sources including scholarly books, academic articles, and theoretical literature. The research also uses theoretical perspectives such as Relative Deprivation Theory and Resource Mobilization Theory to explain how grievances and organizational strength contribute to political violence. The findings suggest that political violence in Bengal is structurally connected with grassroots political mobilization, cadre-based party structures, and competition over local institutions and resources. The study also finds that such violence often intensifies during periods of political transition and closely contested elections.

The paper concludes that political violence should be understood as a historically evolved political behaviour rather than merely a law-and-order issue. Strengthening democratic institutions, ensuring administrative neutrality, promoting political tolerance, and expanding civic education are essential for reducing violence and strengthening democratic political culture.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 128
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 1028 - 1039
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

ভূমিকা : রাজনৈতিক সহিংসতা বলতে সাধারণভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংগঠিত বলপ্রয়োগ, সংঘর্ষ বা সহিংস কার্যকলাপকে বোঝানো হয়। এটি কখনও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, কখনও রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এবং কখনও সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সংঘটিত হয়। রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানী চার্লস টিলির মতে রাজনৈতিক সহিংসতা মূলত contentious politics-এর একটি অংশ, যা রাষ্ট্র, রাজনৈতিক সংগঠন এবং সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ক্ষমতা, সম্পদ এবং প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতা থেকে উৎপন্ন হয়।[১] একইভাবে Ted Robert Gurr রাজনৈতিক সহিংসতাকে আপেক্ষিক বঞ্চনার ফল হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, যেখানে প্রত্যাশা এবং বাস্তবতার মধ্যে ব্যবধান বিদ্রোহ বা সহিংসতার জন্ম দেয়।[২] এই তাত্ত্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বাংলা একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাক্ষেত্র, কারণ ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে এই অঞ্চলটি ঐতিহাসিকভাবে রাজনৈতিক সচেতনতা, বৌদ্ধিক আন্দোলন এবং গণভিত্তিক রাজনীতির জন্য সুপরিচিত। উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ শুধু সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রেই নয়, রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রেও একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো চিন্তাবিদরা যে বৌদ্ধিক পরিবেশ তৈরি করেছিলেন, তা পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ভিত্তি গড়ে তোলে।

বিশ শতকের শুরুতে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন বাংলায় গণরাজনীতির একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করে, যেখানে ছাত্র, মধ্যবিত্ত এবং শ্রমজীবী মানুষ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এর ফলে বাংলায় রাজনৈতিক অংশগ্রহণের একটি শক্তিশালী ঐতিহ্য তৈরি হয়। এই ধারাটি পরবর্তীকালে কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, বামপন্থী রাজনীতি এবং ছাত্র রাজনীতির মাধ্যমে আরও বিস্তৃত হয়।[৩] তবে এই উচ্চ রাজনৈতিক সক্রিয়তা এবং গণমোবিলাইজেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছিল রাজনৈতিক সংঘর্ষ এবং সহিংসতার বৃদ্ধি। যখন রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা তীব্র হয় এবং ক্ষমতা ও সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন সামনে আসে, তখন রাজনৈতিক সংঘর্ষ কখনও কখনও সহিংস রূপ ধারণ করে। এই কারণে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে সহিংসতা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় বরং রাজনৈতিক আধুনিকতার একটি জটিল উপাদান হিসেবে দেখা যায়।

ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায় যে বাংলায় রাজনৈতিক সহিংসতা বিশেষত তিনটি পরিস্থিতিতে বেশি দেখা গেছে - প্রথমত, রাজনৈতিক রূপান্তরের সময়, যেমন ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা অর্জনের সময় বা দীর্ঘ রাজনৈতিক শাসনের পরিবর্তনের সময়।[৪] দ্বিতীয়ত, মতাদর্শগত সংঘর্ষের সময়, যেমন নকশাল আন্দোলনের সময় বামপন্থী বিপ্লবী রাজনীতি এবং রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষ। তৃতীয়ত, তীব্র নির্বাচনী প্রতিযোগিতার সময়, যখন রাজনৈতিক দলগুলি স্থানীয় ক্ষমতা কাঠামোর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। এই গবেষণায় বাংলার রাজনৈতিক সহিংসতাকে একটি দীর্ঘমেয়াদী ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেখানে ঔপনিবেশিক আমলের বিপ্লবী সহিংসতা থেকে শুরু করে সমকালীন নির্বাচনী সহিংসতা পর্যন্ত একটি ধারাবাহিকতা খুঁজে পাওয়া যায়। এই ধারাবাহিকতা দেখায় যে রাজনৈতিক সহিংসতা শুধুমাত্র একটি আইনশৃঙ্খলা সমস্যা নয় বরং এটি রাজনৈতিক সংস্কৃতি, সামাজিক কাঠামো এবং অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।

গবেষণার শূন্যস্থান : বাংলার রাজনৈতিক সহিংসতা নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা থাকলেও অধিকাংশ গবেষণা একটি নির্দিষ্ট সময় বা ঘটনার উপর কেন্দ্রীভূত। যেমন - বিপ্লবী আন্দোলন নিয়ে গবেষণা, দেশভাগের দাঙ্গা নিয়ে গবেষণা, নকশাল আন্দোলন নিয়ে গবেষণা। কিন্তু এই ঘটনাগুলিকে একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার মধ্যে বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টা তুলনামূলকভাবে কম। বিশেষ করে রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং স্থানীয় ক্ষমতার কাঠামোর সঙ্গে রাজনৈতিক সহিংসতার সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা এখনও সীমিত।এই গবেষণা সেই শূন্যস্থান পূরণের চেষ্টা করেছে বাংলার রাজনৈতিক সহিংসতাকে একটি দীর্ঘমেয়াদী ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক সমাজতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিশ্লেষণ করে।

গবেষণার উদ্দেশ্য : এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হল - ১. বাংলায় রাজনৈতিক সহিংসতার ঐতিহাসিক বিবর্তন বিশ্লেষণ করা। ২. রাজনৈতিক সহিংসতার সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কাঠামোগত কারণ নির্ধারণ করা। ৩. রাজনৈতিক

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 128
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 1028 - 1039
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সহিংসতার দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক ও গণতান্ত্রিক প্রভাব মূল্যায়ন করা। ৪. বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতির সঙ্গে রাজনৈতিক সহিংসতার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা। ৫. রাজনৈতিক আধুনিকতা এবং গণভিত্তিক রাজনীতির সঙ্গে সহিংসতার সম্পর্ক বোঝা।

গবেষণার প্রশ্ন : এই গবেষণায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলায় রাজনৈতিক সহিংসতার ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা কী? এটি কি একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশে পরিণত হয়েছে? রাজনৈতিক দলভিত্তিক সংগঠন কি সহিংসতার সম্ভাবনা বাড়ায়? গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা কি কখনও সহিংসতার জন্ম দেয়?

পূর্ববর্তী গবেষণার পর্যালোচনা : বাংলার রাজনৈতিক সহিংসতা নিয়ে ইতিহাসবিদ, রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানী এবং নৃতাত্ত্বিক গবেষকরা বিভিন্ন তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন। এই গবেষণাগুলি মূলত ঔপনিবেশিক বিরোধী আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, শ্রেণীসংগ্রাম এবং গণভিত্তিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির আলোকে রাজনৈতিক সহিংসতার কারণ ও চরিত্র ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। ইতিহাসবিদ সুমিত সরকার তাঁর Modern India (1885–1947) এবং The Swadeshi Movement in Bengal গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে বাংলার বিপ্লবী সহিংসতা ছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের দমনমূলক নীতির বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া। তাঁর মতে, ঔপনিবেশিক প্রশাসনের রাজনৈতিক দমন, মতপ্রকাশের সীমাবদ্ধতা এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উপর নিষেধাজ্ঞা তরুণ বিপ্লবীদের একাংশকে সশস্ত্র আন্দোলনের দিকে ঠেলে দেয়। তিনি এটিকে 'politics of desperation' হিসেবেও উল্লেখ করেছেন, যেখানে সাংবিধানিক রাজনীতির সীমাবদ্ধতা সহিংস পথকে বিকল্প হিসেবে তুলে ধরে।

জয়া চ্যাটার্জি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ Bengal Divided : Hindu Communalism and Partition (1932–1947)-এ দেখিয়েছেন যে দেশভাগের সহিংসতা কেবল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ফল ছিল না, বরং তা ছিল ক্ষমতা দখলের রাজনীতি, প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার রাজনীতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিযোগিতা এবং ব্রিটিশদের বিভাজন নীতি সাম্প্রদায়িক সহিংসতার কাঠামোগত ভিত্তি তৈরি করেছিল।

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর From Plassey to Partition গ্রন্থে বাংলার সামাজিক পরিবর্তন, শিক্ষার প্রসার, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান এবং রাজনৈতিক সচেতনতার বৃদ্ধির সঙ্গে রাজনৈতিক সংঘর্ষের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, বাংলায় রাজনৈতিক আধুনিকতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অনেকক্ষেত্রে এই প্রতিযোগিতা সংঘর্ষে পরিণত হয়েছে। তবে এই গবেষণাগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা হল এগুলি সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময়কাল বা একটি নির্দিষ্ট আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক বিপ্লবী আন্দোলন, দেশভাগ, নকশাল আন্দোলন বা সমকালীন রাজনৈতিক সংঘর্ষ— এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই পৃথকভাবে গবেষণা হয়েছে, কিন্তু বাংলার রাজনৈতিক সহিংসতার দীর্ঘমেয়াদী ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা নিয়ে তুলনামূলকভাবে কম গবেষণা হয়েছে।এই প্রবন্ধ সেই historiographical gap পূরণের চেষ্টা করেছে। এখানে ঔপনিবেশিক যুগ থেকে সমকালীন সময় পর্যন্ত বাংলার রাজনৈতিক সহিংসতার একটি ধারাবাহিক ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন, ক্ষমতার কাঠামোর রূপান্তর এবং গণরাজনীতির বিকাশের সঙ্গে সহিংসতার সম্পর্ককে একটি সমন্বিত কাঠামোর মধ্যে বোঝানো যায়।

গবেষণা পদ্ধতি : এই গবেষণায় বাংলার রাজনৈতিক সহিংসতার ঐতিহাসিক বিবর্তন, কাঠামোগত কারণ এবং সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণের জন্য মূলত ঐতিহাসিক-বিশ্লেষণমূলক (historical-analytical) গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণাটি গুণগত (qualitative) গবেষণা পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে নির্মিত, যেখানে বর্ণনামূলক (descriptive), ব্যাখ্যামূলক (interpretative) এবং তুলনামূলক (comparative) বিশ্লেষণের সমন্বয় করা হয়েছে। এই গবেষণায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 128
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 1028 - 1039
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১. Historical Method (ঐতিহাসিক পদ্ধতি) : এই পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনাগুলিকে তাদের নিজস্ব ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ঘটনাগুলির ধারাবাহিকতা (continuity) এবং পরিবর্তন (change) চিহ্নিত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

২. Analytical Method (বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি) : রাজনৈতিক সহিংসতার কারণ, প্রকৃতি এবং প্রভাবকে ব্যাখ্যা করার জন্য বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে সামাজিক বৈষম্য, রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা, মতাদর্শগত সংঘাত এবং ক্ষমতার রাজনীতির মতো ভেরিয়েবলগুলির মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৩. Comparative Method (তুলনামূলক পদ্ধতি) : ঔপনিবেশিক যুগ, দেশভাগের সময়, নকশাল আন্দোলনের সময় এবং সমকালীন সময়ের রাজনৈতিক সহিংসতার মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যাতে বিভিন্ন সময়ের সহিংসতার ধরণ এবং কারণের মিল ও অমিল বোঝা যায়।

৪. Thematic Approach (বিষয়ভিত্তিক পদ্ধতি) : গবেষণাটিকে কেবল কালানুক্রমিকভাবে না দেখে বিষয়ভিত্তিকভাবে (themes যেমন— সাম্প্রদায়িকতা, শ্রেণীসংগ্রাম, নির্বাচনী রাজনীতি, গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো) বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই পদ্ধতি রাজনৈতিক সহিংসতার কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ : ঔপনিবেশিক বাংলায় রাজনৈতিক সহিংসতা - বিপ্লবী জাতীয়তাবাদ ও সশস্ত্র সংগ্রাম বাংলায় আধুনিক রাজনৈতিক সহিংসতার সুসংগঠিত রূপ প্রথম দেখা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে। এই সময় রাজনৈতিক প্রতিবাদের দুটি প্রধান ধারা গড়ে ওঠে— একদিকে ছিল সাংবিধানিক ও গণআন্দোলনের পথ, অন্যদিকে ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের পথ। বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) এই বিপ্লবী সহিংসতার বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় তৈরি করে।[৫]

লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্ত বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি করে। স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের মাধ্যমে প্রথমে অহিংস প্রতিবাদের পথ গ্রহণ করা হলেও, ক্রমে বিপ্লবী যুবকদের একাংশ মনে করতে শুরু করে যে শুধুমাত্র গণআন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনকে উৎখাত করা সম্ভব নয়। এই প্রেক্ষাপটে বাংলায় গোপন বিপ্লবী সংগঠনের উত্থান ঘটে।

এই সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিপ্লবী সংগঠন ছিল অনুশীলন সমিতি এবং যুগান্তর গোষ্ঠী। অনুশীলন সমিতি মূলত শারীরিক প্রশিক্ষণ ও জাতীয়তাবাদী চেতনা গড়ে তোলার আড়ালে বিপ্লবী কার্যকলাপ পরিচালনা করত। যুগান্তর গোষ্ঠী একইভাবে গোপন সংগঠন হিসেবে বোমা প্রস্তুতি, অস্ত্র সংগ্রহ এবং ব্রিটিশ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের উপর আক্রমণের পরিকল্পনা করত। এই সংগঠনগুলি ইউরোপীয় অ্যানার্কিস্ট আন্দোলন এবং আইরিশ জাতীয়তাবাদী সশস্ত্র সংগ্রাম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।[৬]

এই বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, যেমন - অরবিন্দ ঘোষ, যিনি প্রথমদিকে বিপ্লবী মতাদর্শের তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণ করেন, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, যিনি যুগান্তর গোষ্ঠীর সংগঠক ছিলেন, বাঘা যতীন (যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়), যিনি সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনার জন্য পরিচিত, ক্ষুদিরাম বসু, যিনি ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী তৎপরতার প্রতীক হয়ে ওঠেন, ১৯০৮ সালের মুজাফফরপুর বোমা নিক্ষেপ ঘটনা এই বিপ্লবী সহিংসতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত।[৭] এই ঘটনায় ক্ষুদিরাম বসু এবং প্রফুল্ল চাকি ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার উদ্দেশ্যে বোমা নিক্ষেপ করেন। যদিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে দুই ইংরেজ মহিলা নিহত হন, এই ঘটনা ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনকে সর্বভারতীয় আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসে এবং বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ জাতীয়তাবাদী আবেগকে আরও উজ্জীবিত করে। পরবর্তী সময়ে বাঘা যতীনের নেতৃত্বে ১৯১৫ সালে জার্মান অস্ত্র সহযোগিতায় একটি বৃহত্তর সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা করা হয়, যা 'ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্র' নামে পরিচিত। যদিও এই পরিকল্পনা সফল হয়নি, এটি বাংলার বিপ্লবী সহিংসতার আন্তর্জাতিক সংযোগকে নির্দেশ করে।

ইতিহাসবিদ সুমিত সরকারের মতে, এই বিপ্লবী সহিংসতা ছিল আবেগপ্রসূত বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং একটি সুসংগঠিত রাজনৈতিক কৌশল। এর উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে ভয় সৃষ্টি করা, প্রশাসনিক কাঠামোকে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 128
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 1028 - 1039
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অস্থিতিশীল করা এবং জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত করা। তাঁর মতে এই সহিংসতা 'individual terrorism' হলেও এর রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল প্রতীকী।[৮] তবে ১৯২০ সালের পর মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন এবং গণভিত্তিক রাজনীতির উত্থান বিপ্লবী সহিংসতার গুরুত্বকে কিছুটা কমিয়ে দেয়। গণআন্দোলনের ব্যাপকতা এবং সামাজিক অংশগ্রহণের কারণে অনেক বিপ্লবীই পরবর্তীকালে মূলধারার জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে যুক্ত হন। তবুও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন (১৯৩০)-এর মতো ঘটনা প্রমাণ করে যে বিপ্লবী সহিংসতার ধারা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়নি। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ঔপনিবেশিক বাংলার এই বিপ্লবী সহিংসতা পরবর্তী সময়ের রাজনৈতিক সহিংসতার একটি মানসিক ও সাংগঠনিক ভিত্তি তৈরি করেছিল। সংগঠিত দলীয় কাঠামো, গোপন রাজনৈতিক নেটওয়ার্ক এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সহিংসতার ব্যবহার— এই বৈশিষ্ট্যগুলি পরবর্তী সময়েও বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি অংশ হিসেবে রয়ে যায়।

দেশভাগের সময় রাজনৈতিক সহিংসতা (১৯৪৬–৪৭) : বাংলার রাজনৈতিক সহিংসতার ইতিহাসে ১৯৪৬–৪৭ সালের দেশভাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হয়। এই সময় রাজনৈতিক সহিংসতা শুধুমাত্র ঔপনিবেশিক বিরোধী সংগ্রামের অংশ ছিল না, বরং তা ক্রমশ সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া এবং ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে। এই সময়ের সহিংসতা বাংলার সামাজিক কাঠামো, জনসংখ্যার বিন্যাস এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে।

গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং (১৯৪৬) : ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের আহ্বানে 'Direct Action Day' পালনের পর কলকাতায় যে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়, তা ইতিহাসে 'Great Calcutta Killing' নামে পরিচিত। এই দাঙ্গা কয়েকদিন ধরে চলেছিল এবং বিভিন্ন গবেষকের মতে প্রায় ৪,০০০-এর বেশি মানুষ নিহত এবং প্রায় ১০,০০০-এর বেশি মানুষ আহত হয়। বিপুল সংখ্যক মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। এই সহিংসতার পেছনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ চিহ্নিত করা যায়— ১. মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের রাজনৈতিক সংঘাত : এই সময় ব্রিটিশ ভারত স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে ছিল এবং ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র কাঠামো নিয়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে তীব্র রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব চলছিল। মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবির প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক মেরুকরণ বৃদ্ধি পায়, যা কলকাতার মতো একটি জনবহুল ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন শহরে দ্রুত সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় রূপ নেয়। ২. প্রশাসনিক ব্যর্থতা : বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের প্রশাসনিক অদক্ষতা এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বিলম্ব সহিংসতার বিস্তারকে ত্বরান্বিত করে।[৯] পুলিশ এবং সামরিক বাহিনীর দ্রুত হস্তক্ষেপের অভাব পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। ৩. সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা এবং প্রচার : এই সময় রাজনৈতিক প্রচার, গুজব এবং সাম্প্রদায়িক সংগঠনের সক্রিয়তা সাধারণ মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস এবং শত্রুতা বাড়িয়ে তোলে। রাজনৈতিক মবিলাইজেশন (mass political mobilization) অনেকক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের ভিত্তিতে সংঘটিত হয়।

নোয়াখালি দাঙ্গা এবং প্রতিশোধমূলক সহিংসতা : কলকাতার দাঙ্গার পর ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে পূর্ব বাংলার নোয়াখালিতে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক সহিংসতা সংঘটিত হয়। এখানে বহু মানুষ নিহত হন, বহু হিন্দু পরিবার বাস্তুচ্যুত হয় এবং সামাজিক নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। এই ঘটনা গোটা ভারতবর্ষে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এর প্রতিক্রিয়ায় বিহার এবং উত্তর ভারতের কিছু অঞ্চলে মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। এইভাবে একটি সহিংসতার চক্র তৈরি হয়, যেখানে এক অঞ্চলের সহিংসতা অন্য অঞ্চলে প্রতিশোধমূলক সহিংসতার জন্ম দেয়। এই ঘটনাগুলি প্রমাণ করে যে রাজনৈতিক সহিংসতা কীভাবে দ্রুত সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় রূপান্তরিত হতে পারে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষণ : ইতিহাসবিদ জয়া চ্যাটার্জি তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে এই সহিংসতা কেবলমাত্র ধর্মীয় বিদ্বেষের ফল ছিল না, বরং তা ছিল ক্ষমতার রাজনীতি, নির্বাচনী প্রতিযোগিতা এবং রাষ্ট্রগঠনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। তাঁর মতে, দেশভাগের আগে বাংলার রাজনৈতিক দলগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ক্ষমতা নিশ্চিত করতে চেয়েছিল এবং

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 128
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 1028 - 1039
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা অনেক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষকে উস্কে দেয়। কিছু গবেষক আরও দেখিয়েছেন যে এই সহিংসতা ছিল একটি 'politics of uncertainty'-এর ফল, যেখানে সাধারণ মানুষ ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রে তাদের নিরাপত্তা, সম্পত্তি এবং সামাজিক অবস্থান নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছিল। এই অনিশ্চয়তা রাজনৈতিক প্রচারের মাধ্যমে আরও তীব্র হয়ে ওঠে।

সামাজিক প্রভাব : দেশভাগের সহিংসতা বাংলার সমাজে গভীর মানসিক ও সামাজিক প্রভাব ফেলেছিল। এর ফলে বৃহৎ আকারে শরণার্থী সমস্যা তৈরি হয়, জনসংখ্যার সাম্প্রদায়িক বিভাজন বৃদ্ধি পায়, রাজনৈতিক মেরুকরণ আরও শক্তিশালী হয়, সহিংসতার স্মৃতি রাজনৈতিক আচরণে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলে, ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায় যে দেশভাগের সময়কার এই সহিংসতা বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে অবিশ্বাস, নিরাপত্তাহীনতা এবং প্রতিযোগিতামূলক রাজনৈতিক মনোভাবের একটি দীর্ঘস্থায়ী উত্তরাধিকার রেখে যায়।

স্বাধীনতা পরবর্তী রাজনৈতিক সহিংসতা—

খাদ্য আন্দোলন (১৯৫৯) : স্বাধীনতা লাভের পরও পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক সহিংসতা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়নি। বরং অর্থনৈতিক সংকট, প্রশাসনিক ব্যর্থতা এবং সামাজিক অসন্তোষ অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংঘর্ষের জন্ম দেয়। ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলন এই ধরনের রাজনৈতিক সহিংসতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। ১৯৫০-এর দশকের শেষদিকে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য সংকট তীব্র আকার ধারণ করে। চালের উৎপাদন হ্রাস, খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থার দুর্বলতা, মজুতদারি এবং কালোবাজারির কারণে খাদ্যের দাম দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এর ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা কঠিন হয়ে ওঠে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি বিশেষ করে বামপন্থী দলগুলি এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করতে শুরু করে। ১৯৫৯ সালে খাদ্যের দাবিতে কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক বিক্ষোভ ও ধর্মঘট সংগঠিত হয়। আন্দোলনকারীরা খাদ্যের ন্যায্য মূল্য, রেশনিং ব্যবস্থার উন্নতি এবং সরকারি হস্তক্ষেপের দাবি জানায়। আন্দোলন ক্রমশ তীব্র হয়ে ওঠে এবং বহু জায়গায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয়। ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী, এই আন্দোলনের সময় পুলিশের গুলিতে বহু মানুষের মৃত্যু হয় এবং শতাধিক মানুষ আহত হয়। এই ঘটনা দেখায় যে অর্থনৈতিক সমস্যা কীভাবে দ্রুত রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হতে পারে এবং রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যে সংঘর্ষের জন্ম দিতে পারে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই খাদ্য আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে গণভিত্তিক বাম রাজনীতির বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং পরবর্তী সময়ের রাজনৈতিক সংঘর্ষের একটি ভিত্তি তৈরি করে। এটি আরও প্রমাণ করে যে রাজনৈতিক সহিংসতা সবসময় মতাদর্শগত কারণে নয়, অনেক সময় অর্থনৈতিক বঞ্চনা থেকেও সৃষ্টি হতে পারে।

নকশাল আন্দোলন (১৯৬৭–১৯৭৫) : নকশাল আন্দোলন বাংলার রাজনৈতিক সহিংসতার ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল না, বরং একটি সামাজিক ও মতাদর্শগত বিদ্রোহ ছিল, যা বিদ্যমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বান জানায়। ১৯৬৭ সালে দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি অঞ্চলে একটি কৃষক বিদ্রোহের মাধ্যমে এই আন্দোলনের সূচনা হয়।[১০] স্থানীয় কৃষকরা জমির অধিকার এবং জমিদার ও মহাজনদের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করে। পুলিশের হস্তক্ষেপ এবং গুলিচালনার ফলে এই আন্দোলন দ্রুত সহিংস রূপ ধারণ করে। এই আন্দোলনের পেছনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত কারণ ছিল— ১. জমির অসম বণ্টন : গ্রামীণ বাংলায় ভূমি সংস্কার যথাযথভাবে কার্যকর না হওয়ায় অনেক কৃষক ভূমিহীন বা স্বল্পভূমির মালিক ছিলেন। জমিদার ও জোতদারদের আধিপত্য কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে। ২. কৃষকদের শোষণ : উচ্চ সুদের ঋণ, ফসলের কম দাম এবং সামাজিক বৈষম্য কৃষকদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি করে, যা রাজনৈতিক প্রতিবাদে রূপ নেয়। ৩. যুব সমাজের হতাশা : শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বেকারত্ব এবং সামাজিক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা বিপ্লবী রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ বাড়ায়। বিশেষ করে কলকাতার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের একটি অংশ এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। ৪. মতাদর্শগত প্রভাব : চীনের মাও সেতুং-এর বিপ্লবী তত্ত্ব এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রভাব নকশাল আন্দোলনের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। চারু মজুমদার তাঁর বিখ্যাত 'Historic Eight Documents'-এর মাধ্যমে সশস্ত্র কৃষক

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 128
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 1028 - 1039
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিপ্লবের তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরি করেন।[১১] সহিংসতার প্রকৃতি নকশাল আন্দোলনের সময় রাজনৈতিক সহিংসতার বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এবং তথাকথিত শ্রেণীশত্রুদের হত্যা, পুলিশ এবং প্রশাসনিক কাঠামোর উপর আক্রমণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংঘর্ষ, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কঠোর দমননীতি এবং পুলিশের 'encounter' অভিযান ১৯৭০-এর দশকের শুরুতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার যৌথভাবে কঠোর দমননীতি গ্রহণ করে। বহু নকশাল কর্মী গ্রেফতার হন এবং অনেক ক্ষেত্রে বিচারবহির্ভূত হত্যার অভিযোগ ওঠে। এর ফলে সহিংসতা আরও বৃদ্ধি পায় এবং একটি সংঘাতপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি হয়।

ঐতিহাসিক মূল্যায়ন : ইতিহাসবিদ সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গবেষণায় নকশাল আন্দোলনকে শুধুমাত্র সন্ত্রাসবাদ হিসেবে না দেখে একটি সামাজিক প্রতিবাদ আন্দোলন হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে এটি ছিল সামাজিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক বঞ্চনা এবং রাজনৈতিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে একটি র‍্যাডিক্যাল প্রতিবাদ। কিছু রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানীর মতে, এই আন্দোলন প্রমাণ করে যে যখন গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে সামাজিক সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় না, তখন সমাজের একটি অংশ সহিংস বিপ্লবের পথ বেছে নিতে পারে।

দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব : নকশাল আন্দোলনের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ছাত্র রাজনীতিতে র‍্যাডিক্যাল মতাদর্শের প্রভাব বৃদ্ধি, রাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলা নীতির কঠোরতা বৃদ্ধি, বাম রাজনীতির মধ্যে মতাদর্শগত বিভাজন, রাজনৈতিক সহিংসতার একটি নতুন ধারা প্রতিষ্ঠা, ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায় যে নকশাল আন্দোলন বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে প্রতিবাদ, বিপ্লব এবং সহিংসতার সম্পর্ককে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করে।

বামফ্রন্ট আমলে রাজনৈতিক সহিংসতা (১৯৭৭–২০১১) : ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতায় আগমন রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নির্দেশ করে। দীর্ঘ ৩৪ বছরের শাসনামলে বামফ্রন্ট সরকার ভূমি সংস্কার এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক ভিত্তি তৈরি করতে সক্ষম হয়। এই নীতিগুলি প্রাথমিকভাবে গ্রামীণ দরিদ্র ও ভাগচাষীদের ক্ষমতায়ন করলেও, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং দলীয় আধিপত্যের প্রশ্নে বহু ক্ষেত্রে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। গ্রামীণ রাজনৈতিক সংঘর্ষের প্রকৃতি, বামফ্রন্ট আমলে রাজনৈতিক সহিংসতার একটি বড় ক্ষেত্র ছিল গ্রামীণ রাজনীতি। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলেও বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রে এটি স্থানীয় ক্ষমতার প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র হয়ে ওঠে।

এই সংঘর্ষের কয়েকটি প্রধান কারণ ছিল - ১. পঞ্চায়েত নিয়ন্ত্রণের প্রতিযোগিতা : পঞ্চায়েত নির্বাচন স্থানীয় সম্পদ বণ্টন, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা এবং সামাজিক প্রভাব বিস্তারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে ওঠে। ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে পঞ্চায়েত নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সংঘর্ষ দেখা যায়। ২. জমির অধিকার ও ভূমি সংস্কার : ভূমি সংস্কার নীতি অনেকক্ষেত্রে গ্রামীণ ক্ষমতার পুরনো কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করে। এর ফলে প্রথাগত জমির মালিক এবং নতুন ভূমির অধিকারপ্রাপ্ত কৃষকদের মধ্যে সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয়। ৩. স্থানীয় ক্ষমতার কাঠামো : গ্রামীণ এলাকায় রাজনৈতিক দলগুলির প্রভাব সামাজিক সম্পর্কের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে। ফলে রাজনৈতিক বিরোধ অনেক সময় সামাজিক সংঘর্ষে পরিণত হয়। কিছু রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানীর মতে, এই সময় পশ্চিমবঙ্গে একটি 'party society' গড়ে ওঠে, যেখানে সামাজিক ও প্রশাসনিক কার্যকলাপের উপর রাজনৈতিক দলের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এর ফলে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেকক্ষেত্রে সহিংস রূপ ধারণ করে।

সিঙ্গুর আন্দোলন (২০০৬) : বামফ্রন্ট শাসনের শেষ পর্যায়ে শিল্পায়নের লক্ষ্যে সরকার নতুন নীতি গ্রহণ করে। এর অংশ হিসেবে ২০০৬ সালে হুগলি জেলার সিঙ্গুরে টাটা মোটরসের ন্যানো গাড়ি প্রকল্পের জন্য কৃষিজমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে স্থানীয় কৃষকদের একাংশ এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি আন্দোলন শুরু করে। তাদের প্রধান দাবি ছিল - কৃষিজমি রক্ষা করা, যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান, জোরপূর্বক জমি অধিগ্রহণ বন্ধ করা, আন্দোলন

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 128
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 1028 - 1039
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ক্রমশ তীব্র হয়ে ওঠে এবং পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনা উন্নয়ন বনাম কৃষি বিতর্ককে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির কেন্দ্রে নিয়ে আসে।[১২]

নন্দীগ্রাম আন্দোলন (২০০৭) : ২০০৭ সালে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ) গঠনের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। স্থানীয় মানুষ আশঙ্কা করেছিল যে এই প্রকল্পের ফলে তাদের কৃষিজমি হারাতে হবে। নন্দীগ্রাম আন্দোলন দ্রুত সহিংস রূপ নেয়। আন্দোলনকারী এবং শাসক দলের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। ২০০৭ সালের মার্চ মাসে পুলিশের গুলিচালনার ঘটনায় কয়েকজন আন্দোলনকারীর মৃত্যু হয় বলে বিভিন্ন রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে। এই ঘটনা সারা দেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে।[১৩]

ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও রাজনৈতিক প্রভাব : সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রাম আন্দোলন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে সামনে নিয়ে আসে - ১. উন্নয়ন বনাম কৃষি অর্থনীতি : এই আন্দোলন দেখায় যে শিল্পায়ন নীতি এবং কৃষিভিত্তিক জীবিকার মধ্যে দ্বন্দ্ব কীভাবে রাজনৈতিক সংঘর্ষের জন্ম দিতে পারে। ২. রাষ্ট্র বনাম নাগরিক সম্পর্ক : এই ঘটনাগুলি রাষ্ট্রের উন্নয়ন নীতি এবং স্থানীয় জনগণের অধিকার ও সম্মতির প্রশ্নকে সামনে নিয়ে আসে। ৩. দলীয় রাজনৈতিক সংঘর্ষ : এই আন্দোলনগুলি শাসক দল এবং বিরোধী দলের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতাকে আরও তীব্র করে তোলে, যা পরবর্তী নির্বাচনী রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রাম আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ turning point হিসেবে বিবেচিত হয়। এই ঘটনাগুলি বামফ্রন্ট সরকারের দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করে এবং ২০১১ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব, এই আন্দোলনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ছিল। পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়ন নীতির পুনর্বিবেচনা, কৃষিজমি অধিগ্রহণ নিয়ে নতুন রাজনৈতিক বিতর্ক, বিরোধী রাজনীতির শক্তিশালী হওয়া, রাজনৈতিক সহিংসতার প্রশ্নে জনমত বৃদ্ধি, ঐতিহাসিকভাবে বলা যায় যে সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রাম আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে, যেখানে উন্নয়ন, গণতন্ত্র এবং জনঅধিকার প্রশ্নগুলি রাজনৈতিক সংঘর্ষের কেন্দ্রে চলে আসে।

বামফ্রন্ট পরবর্তী রাজনৈতিক সংহিসতা : এই পর্বের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা হল - ১. পঞ্চায়েত নির্বাচন সংঘর্ষ (২০১৩, ২০১৮, ২০২৩), পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনগুলিকে কেন্দ্র করে বহু জায়গায় রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা সামনে আসে। বিশেষত - মনোনয়ন জমা দেওয়া নিয়ে সংঘর্ষ, ভোটের দিন দলীয়, কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ, ভোট পরবর্তী প্রতিহিংসামূলক আক্রমণের অভিযোগ, রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো নিয়ন্ত্রণের কারণে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সহিংসতার প্রবণতা বেশি দেখা যায়।[১৪] ২. বিধানসভা নির্বাচন পরবর্তী সংঘর্ষ (২০১১, ২০১৬, ২০২১), বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর বিভিন্ন এলাকায় রাজনৈতিক সংঘর্ষের অভিযোগ উঠে। এই ধরনের সহিংসতা সাধারণত দেখা যায় - দল পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে, স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার নিয়ে, নির্বাচনের ফলাফলের প্রতিক্রিয়ায় প্রতিশোধমূলক আক্রমণ হিসেবে, কিছু মানবাধিকার সংস্থা এই ঘটনাগুলিকে 'post-poll violence' হিসেবে চিহ্নিত করেছে।[১৫] ৩. লোকসভা নির্বাচন সহিংসতা (২০১৪, ২০১৯), জাতীয় স্তরের রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির ফলে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক মেরুকরণ বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় বিভিন্ন জেলায় রাজনৈতিক সংঘর্ষের খবর সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ৪. বসিরহাট ও বাদুড়িয়া উত্তেজনা (২০১৭), উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমায় একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পোস্টকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, যা পরে রাজনৈতিক উত্তেজনার সঙ্গেও যুক্ত হয়ে পড়ে। এই ঘটনা দেখায় যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমও কখনও রাজনৈতিক সংঘর্ষের প্রেক্ষাপট তৈরি করতে পারে। ৫. ভাটপাড়া–কাঁকিনাড়া রাজনৈতিক সংঘর্ষ (২০১৯), উত্তর ২৪ পরগনার শিল্পাঞ্চল এলাকায় রাজনৈতিক দল পরিবর্তন এবং শ্রমিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনাগুলি শিল্পাঞ্চলে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার নতুন মাত্রা নির্দেশ করে। ৬. বীরভূমের বগটুই ঘটনা (২০২২), বীরভূম জেলার বগটুই গ্রামে একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের পর সহিংস প্রতিক্রিয়ার ঘটনা জাতীয় স্তরে আলোচিত হয়। এই ঘটনা দেখায় যে স্থানীয় রাজনৈতিক সংঘর্ষ কখনও কখনও ব্যাপক সহিংসতায় রূপ নিতে পারে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 128
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 1028 - 1039
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

রাজনৈতিক সহিংসতার কারণ : রাজনৈতিক সহিংসতা সাধারণত একক কোনো কারণে সৃষ্টি হয় না; বরং এটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং প্রশাসনিক নানা কারণের সম্মিলিত ফল। আধুনিক রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানের আলোচনায় দেখা যায় যে যেখানে ক্ষমতার প্রতিযোগিতা তীব্র, অর্থনৈতিক বৈষম্য গভীর এবং প্রশাসনিক কাঠামো দুর্বল, সেখানে রাজনৈতিক সহিংসতার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

১. রাজনৈতিক কারণ (Political Factors) **:** রাজনৈতিক সহিংসতার অন্যতম প্রধান কারণ হল ক্ষমতা দখল ও ক্ষমতা ধরে রাখার প্রতিযোগিতা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন ক্ষমতা পরিবর্তনের একটি বৈধ উপায় হলেও অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের প্রভাব বজায় রাখতে সহিংসতার পথ বেছে নেয়। এই ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ - (ক) ক্ষমতার প্রতিযোগিতা : স্থানীয় থেকে রাজ্যস্তর পর্যন্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন দল এবং গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ দেখা যায়। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় পঞ্চায়েত, সমবায় সমিতি এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে সহিংসতা ঘটে। (খ) ক্যাডার ভিত্তিক রাজনীতি : বাংলার রাজনীতিতে সংগঠিত দলীয় কর্মীবাহিনী রাজনৈতিক শক্তির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই ক্যাডার সংস্কৃতি অনেক সময় রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে সংঘর্ষে রূপান্তরিত করে। (গ) রাজনৈতিক মেরুকরণ : যখন রাজনৈতিক মতাদর্শের বিভাজন সামাজিক বিভাজনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়, তখন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ব্যক্তিগত ও সামাজিক শত্রুতায় পরিণত হতে পারে। (ঘ) প্রতিহিংসামূলক রাজনীতি : নির্বাচনের আগে বা পরে প্রতিশোধমূলক আক্রমণের ঘটনাও রাজনৈতিক সহিংসতার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে চিহ্নিত।[১৬]

২. অর্থনৈতিক কারণ, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও সীমিত সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতা রাজনৈতিক সহিংসতার একটি গুরুত্বপূর্ণ পটভূমি তৈরি করে। (ক) দারিদ্র্য : দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চলে রাজনৈতিক দলগুলি অনেক সময় অর্থনৈতিক সাহায্য বা পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে সমর্থন গড়ে তোলে। এর ফলে প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ তৈরি হতে পারে। (খ) বেকারত্ব : বেকার যুবকদের রাজনৈতিক সংগঠনগুলি সহজেই নিজেদের সংগঠনে যুক্ত করতে পারে। হতাশা এবং ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা অনেক সময় তাদের সহিংস রাজনীতির দিকে ঠেলে দেয়। (গ) সম্পদের অসম বণ্টন : জমি, কাজ এবং উন্নয়ন প্রকল্পের সুবিধা বণ্টনে বৈষম্য থাকলে তা রাজনৈতিক অসন্তোষ সৃষ্টি করে। (ঘ) উন্নয়ন প্রকল্পকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ : শিল্পায়ন, জমি অধিগ্রহণ বা সরকারি প্রকল্পের সুবিধা বণ্টন নিয়েও রাজনৈতিক সংঘর্ষ সৃষ্টি হতে পারে।

৩. সামাজিক কারণ : সামাজিক কাঠামোর ভেতরে থাকা বিভাজনও রাজনৈতিক সহিংসতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। (ক) ধর্মীয় বিভাজন : ধর্মীয় পরিচয় অনেক সময় রাজনৈতিক সংগঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হয়ে ওঠে। এর ফলে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা রাজনৈতিক সংঘর্ষে রূপ নিতে পারে। (খ) জাতিগত ও বর্ণগত বিভাজন : ভারতের সামাজিক কাঠামোতে জাতিভিত্তিক বিভাজন রাজনৈতিক প্রতিযোগিতাকে প্রভাবিত করে। (গ) শ্রেণী সংঘাত : ধনী-গরিব, জমির মালিক-কৃষক বা শ্রমিক-মালিকের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক সংঘর্ষের কারণ হতে পারে। (ঘ) সামাজিক পরিচয়ের রাজনীতি : ভাষা, সংস্কৃতি এবং আঞ্চলিক পরিচয় নিয়েও রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে।

৪. প্রশাসনিক কারণ : দুর্বল প্রশাসনিক ব্যবস্থা রাজনৈতিক সহিংসতা প্রতিরোধে ব্যর্থ হলে সহিংসতার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। (ক) আইনের দুর্বল প্রয়োগ : যদি অপরাধের দ্রুত বিচার না হয় বা অপরাধীরা শাস্তি না পায়, তাহলে সহিংসতা বাড়ার সম্ভাবনা থাকে। (খ) প্রশাসনের রাজনৈতিক প্রভাব : যখন প্রশাসন নিরপেক্ষতার বদলে রাজনৈতিক প্রভাবের অধীনে চলে যায় বলে অভিযোগ ওঠে, তখন বিরোধী গোষ্ঠীর মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়। (গ) পুলিশ-প্রশাসনের সীমাবদ্ধতা : পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকলে বা সংঘর্ষের সময় দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়তে পারে। (ঘ) ন্যায়বিচারের বিলম্ব : বিচার ব্যবস্থার ধীরগতি অনেক সময় আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা বাড়ায়।

সমগ্র বিশ্লেষণ উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে রাজনৈতিক সহিংসতা আসলে একটি বহুকারণ নির্ভর ঘটনা। অর্থাৎ, রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, সামাজিক বিভাজন, প্রশাসনিক দুর্বলতা, এই চারটি উপাদান একত্রে কাজ করলে সহিংসতার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, যেখানে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 128
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 1028 - 1039
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শক্তিশালী, অর্থনৈতিক সুযোগ বেশি এবং প্রশাসন নিরপেক্ষ, সেখানে রাজনৈতিক সহিংসতা তুলনামূলকভাবে কম দেখা যায়।

ফলাফল এবং আলোচনা : বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে রাজনৈতিক সহিংসতা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বরং এটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতি, রাজনৈতিক পরিবর্তন, অর্থনৈতিক সংকট এবং মতাদর্শগত দ্বন্দ্বের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পেলে সহিংসতার ঘটনাও বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে একই সঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে শান্তিপূর্ণ গণআন্দোলনের একটি শক্তিশালী ঐতিহ্যও বিদ্যমান, যা এই আলোচনায় সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণে কয়েকটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক সহিংসতার প্রবণতা বেশি লক্ষ্য করা যায়। ১. রাজনৈতিক পরিবর্তনের সময়, যখন একটি রাজনৈতিক শাসন থেকে অন্য একটি রাজনৈতিক শক্তির হাতে ক্ষমতা পরিবর্তিত হয়, তখন রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পায়। এই ধরনের পরিবর্তনের সময় প্রায়ই পুরনো এবং নতুন রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। উদাহরণস্বরূপ - ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ পর্ব, স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক পুনর্গঠন, ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্টের উত্থান, ২০১১ সালে রাজনৈতিক পরিবর্তন, এই ধরনের পরিবর্তনের সময় সাধারণত দেখা যায় - রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাস, স্থানীয় ক্ষমতার কাঠামোর পরিবর্তন, নতুন রাজনৈতিক আনুগত্যের সৃষ্টি, এই পরিবর্তনগুলি অনেক সময় স্থানীয় স্তরে সংঘর্ষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

২. অর্থনৈতিক সংকটের সময় : অর্থনৈতিক সংকটও রাজনৈতিক সহিংসতার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট তৈরি করে। ইতিহাসে দেখা যায় যে যখন খাদ্য সংকট, মূল্যবৃদ্ধি বা বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়, তখন সামাজিক অসন্তোষ রাজনৈতিক প্রতিবাদে রূপ নেয় এবং কখনও কখনও তা সহিংস হয়ে ওঠে। যেমন - ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক অসন্তোষ, অর্থনৈতিক সংকটের সময় সাধারণত সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়, বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি সক্রিয় হয়, গণআন্দোলনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

৩. মতাদর্শগত সংঘাত : রাজনৈতিক মতাদর্শের সংঘাতও সহিংসতার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। বিশেষ করে যখন বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক দর্শন অনুসরণ করে, তখন সংঘাত তীব্র হতে পারে। বাংলার ক্ষেত্রে - বিপ্লবী জাতীয়তাবাদ বনাম সাংবিধানিক রাজনীতি, বামপন্থী বনাম ডানপন্থী রাজনীতি, শ্রেণীভিত্তিক রাজনীতি বনাম পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতি, এই মতাদর্শগত সংঘাত অনেক সময় - ছাত্র রাজনীতিতে সংঘর্ষ, শ্রমিক সংগঠনের দ্বন্দ্ব, গ্রামীণ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা, এই সব ক্ষেত্রেই সহিংসতার রূপ নিতে দেখা যায়।

৪. নির্বাচনী প্রতিযোগিতা : গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হলেও তীব্র প্রতিযোগিতা অনেক সময় সংঘর্ষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষত পঞ্চায়েত নির্বাচন, পৌরসভা নির্বাচন, বিধানসভা নির্বাচন, এই নির্বাচনগুলিতে স্থানীয় ক্ষমতা এবং সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন জড়িত থাকে। ফলে মনোনয়ন জমা দেওয়া নিয়ে সংঘর্ষ, ভোটগ্রহণের সময় উত্তেজনা, ফল ঘোষণার পর সংঘর্ষ, এই ঘটনাগুলি দেখায় যে তৃণমূল স্তরে রাজনৈতিক ক্ষমতার গুরুত্ব অনেক বেশি। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের ঐতিহ্য তবে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস শুধুমাত্র সহিংসতার ইতিহাস নয়; বরং এখানে শান্তিপূর্ণ গণআন্দোলনের একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্যও রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় - স্বদেশী আন্দোলনের বয়কট ও স্বনির্ভরতা কর্মসূচি, গান্ধীয় অহিংস আন্দোলনের প্রভাব, ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার আন্দোলন, গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের ঐতিহ্য, এই ঐতিহ্য দেখায় যে - রাজনৈতিক সচেতনতা বাংলার সমাজে গভীর, গণআন্দোলনের সাংস্কৃতিক ভিত্তি শক্তিশালী, অহিংস প্রতিবাদের ঐতিহাসিক গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে।

এই আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতি একটি দ্বৈত চরিত্র প্রদর্শন করে - একদিকে তীব্র রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা, সংগঠিত দলীয় রাজনীতি, ক্ষমতাকেন্দ্রিক সংঘর্ষ, অন্যদিকে শক্তিশালী গণআন্দোলনের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 128
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 1028 - 1039
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ঐতিহ্য, রাজনৈতিক সচেতনতা, গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের দীর্ঘ ইতিহাস, অতএব বলা যায় যে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে সহিংসতা এবং গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ — উভয়ই সমান্তরালভাবে বিদ্যমান।

উপসংহার : বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারাবাহিক বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হয় যে রাজনৈতিক সহিংসতা কোনো আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বরং এটি একটি ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা। ঔপনিবেশিক যুগের বিপ্লবী সহিংসতা থেকে শুরু করে দেশভাগের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, নকশাল আন্দোলনের উগ্র রাজনীতি, গ্রামীণ ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং সমকালীন নির্বাচনী সংঘর্ষ — সবক্ষেত্রেই দেখা যায় যে রাজনৈতিক সহিংসতা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক পরিস্থিতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। তবে একই সঙ্গে এটিও সত্য যে এই সহিংসতা অপরিবর্তনীয় নয়। ইতিহাস দেখায় যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং গণতান্ত্রিক চর্চার উন্নতির মাধ্যমে সহিংসতার মাত্রা কমানো সম্ভব। অর্থাৎ রাজনৈতিক সহিংসতা একটি historically conditioned but transformable phenomenon। এই গবেষণার আলোচনার ভিত্তিতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণধর্মী পর্যবেক্ষণ সামনে আসে।গবেষণার প্রধান পর্যবেক্ষণ (Major Findings of the Study) প্রথমত, রাজনৈতিক সহিংসতা প্রায় সবক্ষেত্রেই ক্ষমতা দখল ও ক্ষমতা ধরে রাখার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। যেখানে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা তীব্র এবং স্থানীয় ক্ষমতার গুরুত্ব বেশি, সেখানে সংঘর্ষের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। বিশেষত তৃণমূল স্তরের রাজনীতিতে (grassroots politics) ক্ষমতার গুরুত্ব অনেক সময় সহিংসতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং উন্নয়নের অসম বণ্টন রাজনৈতিক সহিংসতার জন্য একটি উর্বর ক্ষেত্র তৈরি করে। যখন সমাজের একটি অংশ নিজেদের বঞ্চিত মনে করে, তখন সেই অসন্তোষ রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হয়ে সংঘর্ষের রূপ নিতে পারে। Relative Deprivation Theory-এর আলোকে এই বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয়ত, গবেষণায় দেখা যায় যে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি, স্বচ্ছ নির্বাচন ব্যবস্থা এবং সক্রিয় নাগরিক সমাজ থাকলে রাজনৈতিক সহিংসতা তুলনামূলকভাবে কম হতে পারে। যেখানে রাজনৈতিক মতভেদকে গণতান্ত্রিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করার সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, সেখানে সহিংসতার প্রবণতা কম থাকে। চতুর্থত, প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা এবং আইনের কার্যকর প্রয়োগ রাজনৈতিক সহিংসতা নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যেখানে আইনের শাসন দুর্বল, সেখানে রাজনৈতিক সংঘর্ষ সহজেই সহিংসতায় রূপ নিতে পারে।

References:

১. চার্লস টিলি, দ্য পলিটিক্স অব কালেক্টিভ ভায়োলেন্স (কেমব্রিজ : কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৩), পৃ. ৩
২. সরকার, সুমিত, মডার্ন ইন্ডিয়া (নয়াদিল্লি : ম্যাকমিলান, ১৯৮৩), পৃ. ১৭৮
৩. সরকার, সুমিত, *মডার্ন ইন্ডিয়া* ১৮৮৫–১৯৪৭, ম্যাকমিলান, ১৯৮৩, পৃ. ৯৪–১০২
৪. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, *দ্য পলিটিক্স অব দ্য গভর্নড : রিফ্লেকশনস অন পপুলার পলিটিক্স ইন মোস্ট অব দ্য ওয়ার্ল্ড,* কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৪, পৃ. ৩৭–৪৫
৫. চ্যাটার্জী, জয়া, *বেঙ্গল ডিভাইডেড : হিন্দু কমিউনালিজম অ্যান্ড পার্টিশন, ১৯৩২–১৯৪৭* (কেমব্রিজ : কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৪), পৃ. ২১০
৬. সরকার, সুমিত, *মডার্ন ইন্ডিয়া ১৮৮৫–১৯৪৭,* ম্যাকমিলান, ১৯৮৩, পৃ. ১২৩–১৩০
৭. হীস, পিটার, *দ্য বম্ব ইন বেঙ্গল : দ্য রাইজ অব রেভল্যুশনারি টেররিজম ইন ইন্ডিয়া ১৯০০–১৯১০,* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৩, পৃ. ৪৫–৬৮
৮. হীস, পিটার, *দ্য বম্ব ইন বেঙ্গল : দ্য রাইজ অব রেভল্যুশনারি টেররিজম ইন ইন্ডিয়া ১৯০০–১৯১০,* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৩, পৃ. ১০৯–১২৫
৯. চক্রবর্তী, বিদ্যুৎ এবং রজত কান্ত রায়, *এ হিস্ট্রি অব মডার্ন ইন্ডিয়া ১৮৮০–১৯৫০,* রাউটলেজ, ২০০৯, পৃ. ৩১৭–৩২২
১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত, *ইন্ডিয়াজ সিমারিং রেভল্যুশন : দ্য নকশালাইট আপরাইজিং,* জেড প্রেস, ১৯৮৪, পৃ. ২৩–৪১

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 128
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 1028 - 1039
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১১. রায়, রবীন্দ্র, *দ্য নকশালাইটস অ্যান্ড দেয়ার আইডিওলজি,* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৮, পৃ. ১১২–১৩৫
১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ সারথি, *ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন অ্যান্ড এগ্রেরিয়ান ট্রান্সফরমেশন ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল,* সেজ পাবলিকেশনস, ২০১৪, পৃ. ১৫৬–১৬২
১৩. চক্রবর্তী, বিদ্যুৎ (সম্পা.), *লেফট পলিটিক্স ইন বেঙ্গল : টাইম ট্রাভেলস অ্যামং ভদ্রলোক মার্ক্সিস্টস,* রাউটলেজ, ২০১৬, পৃ. ২১০–২১৮
১৪. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ এবং প্রণব বর্ধন (সম্পা.), *দ্য পলিটিক্যাল ইকোনমি অব ডেভেলপমেন্ট ইন ইন্ডিয়া,* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০২০, পৃ. ২০১–২১০
১৫. হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, *ভারতে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ করা উচিত,* হিউম্যান রাইটস ওয়াচ রিপোর্ট, ২০২১
১৬. স্টিভেন আই. *উইলকিনসন, ভোটস অ্যান্ড ভায়োলেন্স : ইলেক্টোরাল কম্পিটিশন অ্যান্ড এথনিক রায়টস ইন ইন্ডিয়া,* কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৪, পৃ. ৫–১৮